CBCS B.A. POLITICAL SCIENCE HONS

SEM V CC-12 : INDIAN POLITICAL THOUGHT-I

TOPIC-IV. Kautilya: Theory of State

ভারতীয় রাষ্ট্র চিন্তা-১ - কৌটিল্য – রাষ্ট্র সম্পর্কিত তত্ত্ব

Piku Das Gupta, Associate Professor, Dept. of Political Science

---

INDIAN POLITICAL THOUGHT-I - Kautilya: Theory of State

ভারতীয় রাষ্ট্র চিন্তা-১ – কৌটিল্য – রাষ্ট্র সম্পর্কিত তত্ত্ব:

কৌটিল্য ছিলেন একজন প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন সুপণ্ডিত এবং মেধাসম্পন্ন বাস্তববাদী ব্যক্তি যিনি কিছুকাল রাজকার্যে সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে জানা যায়। বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য এবং শাস্ত্রকারগনের ওপর ভিত্তি করে পন্ডিতবর্গের অনুমান যে তিনি আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে জীবিত ছিলেন। তিনি তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন এবং পরে মগধের নন্দবংশের রাজার অপশাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় হন। শোনা যায় যে তিনি মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত কে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেন এবং কিছুকাল মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। শাস্ত্র জ্ঞান ও নিজের জীবনের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে **অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটি** রচনা করেছিলেন। সর্বপ্রথম কর্তব্য হবে তার প্রজাদের সব ধর্ম থেকে বিচ্যুত না হয় নিজ নিজ ও কর্তব্য পালনে সমর্থন করা ও উৎসাহ দেওয়া যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ - এই চতুর্বর্গ সাধনা করতে পারে। তার জনপ্রশাসন সংক্রান্ত নীতি পটভূমি ব্রাহ্মণ চতুর্বর্ণের ব্রহ্মচারী চতুরাশ্রমের নিজ নিজ ধর্মপালনের মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র মোট ১৫ টি অধিকরণ বিভাগে বিভক্ত।

প্রাচীন ভারতে রাজাবাজার সৃষ্টি সম্বন্ধে ধারণা মোটামুটি ভাবে মহাভারতের রামায়ণের ধর্মসূত্র অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়। মহাভারতের শান্তিপর্ব প্রথম রাজ্যের রাষ্ট্রে সপ্তাঙ্গ তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। ওরে মনু রাষ্ট্রে সপ্তাঙ্গতত্ত্ব কে একটি বৈজ্ঞানিক অনুক্রমের হিসাবে সাজিয়েছেন যা পরবর্তীকালে কৌটিল্য মেনে নিয়েছে অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে' অর্থনীতি সমাজনীতি রাজনীতি নানা বিষয় স্থান পেয়েছে এর থেকে বোঝা যায় যে কৌটিল্য এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল ছিলেন ।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি বর্ণনা করতে গিয়ে কৌটিল্য অতীতের কোনো সুবর্ণ যুগের কথা ভাবেননি যেমন আমরা আলোচনায় দেখতে পাই । ক্ষমতাবান শাসক না থাকায় সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে এবং সে কারণে জনগণের উদ্যোগ গ্রহণ কে আমরা খুবই বাস্তবোচিত ধারণা বলতে পারি । ভারতীয় পণ্ডিতেরা মনে করেন যে কোন সময় নন্দ সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা রাজত্ব ছিল তা দেখেই তিনি একজন সুযোগ্য শাসকের কথা ভেবেছিলেন । অর্থাৎ রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাপারে তিনি যে বিশ্লেষণ আমাদের উপহার দিয়ে গেছে তার পিছনে তার সমকালের মৌর্য সাম্রাজ্যের ছিন্নভিন্ন পরিস্থিতি অনেকাংশে দায়ী । অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটি জানা যায়

যে কোন একটি ঐক্যবদ্ধ ও সমৃদ্ধশালী রাজ্য গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এবং সম্রাট কে সেইমতো পরামর্শ দিতেন। যেভাবে রাষ্ট্রের ব্যাখ্যা করেছেন তার মধ্যে থেকে আমরা চুক্তির অস্তিত্ব লক্ষ্য করি। রাজ্যের পরিস্থিতি থেকে মুক্তি চেয়ে জনগণ একজন শাসকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল করতেন যে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করতে হলে দুটি বিষয়ের প্রয়োজন - একটি হলো রাষ্ট্র এবং অন্যটি হলো ক্ষমতাবান শাসক নিঃসন্দেহে একটি কল্যাণরাষ্ট্র।

অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রের যে চিত্র অঙ্কন করেছে তাকে আমরা একটি কল্যাণরাষ্ট্র বলতে পারি কারন তার রাষ্ট্রের যে কাজ তার সামাজিক অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় দিক গুলিকে একত্রিত করার রাষ্ট্র। অর্থাৎ রাষ্ট্র ব্যক্তি জীবনে সার্বিক কল্যাণের কথা ভাববে। রাষ্ট্রকে কখনোই একটি প্রয়োজনীয় ক্ষতিকারক অথবা *নেসেসারি এভিল* বলে মনে করেন। জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করাই হল এর কাজ। রাজা জনগণের শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রকৃতির দিকে নজর দিবে, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা নেবেন, দারিদ্র্য দূর করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং প্রয়োজন হলে বল প্রয়োগ করবে। কিন্তু বল প্রয়োগ কখনো রাষ্ট্রের অন্যতম একমাত্র লক্ষ্য হবেনা। যেভাবে রাস্তার কাজ কর্মের কথা বলেছে তাতে আমরা ধরে নিতে পারি যে তিনি রাষ্ট্রকেই জনগনের উচিত বলে মনে করতে।

কৌটিল্য কোনো রাজ্যের প্রকৃতি বা উপাদান ব্যাখ্যা করার জন্য সাতটি অঙ্গের বা সপ্তাঙ্গ-তত্ত্বের কথা বলেন এই স্বাভাবিক উপাদান গুলি থেকেই একটি রাষ্ট্রের প্রকৃতি বোঝা যায়। করে এই সাতটি অঙ্গ উপাদান প্রকৃষ্ট ভাবে পরস্পরের উপকার সাধন। এদের মধ্যে কোন একটিকে অন্যগুলোর তুলনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলা যায়না। অর্থশাস্ত্র গ্রন্থের ষষ্ঠ খন্ড, প্রথম অধ্যায় ৯৬ অনুচ্ছেদে এই সাতটি অঙ্গ বা উপাদানের কথা বলেছেন। এগুলি হল (১) রাজা বা স্বামীন, (২) মন্ত্রী বা অমাত্য (৩) দেশ বা জনপদ (৪) দুর্গ (৫) কোষ (৬) দন্ড ও (৭) মিত্র।

১। **স্বামী বা রাজা** – মনু মহাভারত কৌটিল্য এর প্রতেকেই রাজা বোঝাতে স্বামী শব্দটি ব্যবহার করেছেন। রাজ্যের সকল সম্পদের ওপর যার অধিকার স্বীকৃত তাকেই স্বামী বা রাজা বলা হয়েছে। রাজার কর্তব্য হলো প্রজাদের সমস্ত রকম সুরক্ষা দেওয়া এবং তাদের হিত চিন্তা করা। রাজ্যের সকল সম্পদের মালিক রাজা হলেও তিনি কখনোই তার ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থে ব্যবহার করবেন না। সবসময় রাজ্যের সম্পদ সামগ্রিকভাবে প্রজাদের কল্যাণ সাধনে ব্যবহৃত হবে। রাজা না থাকলে বা তিনি ন্যায় পরায়ন ভাবে ক্ষমতা ব্যবহার না করলে যে অবস্থার উদ্ভব হবে কৌটিল্য তাকে মাৎসনায় বলে বর্ণনা করেছেন। রাজাকে আশ্রয় করে প্রজারা বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করে তাদের স্বধর্মে স্থিত হতে পারে। রাজার কর্তব্য পালনে কখনোই যেন রাজার উদ্ধত্য দেখা না যায় এবং রাজা সর্বক্ষেত্রেই বিনয়ের সঙ্গে শাসন করবে। কৌটিল্য এর মতে রাজার ৪ ধরনের গুণ থাকা উচিত। প্রথমত আভিগামীক গুণ – যাতে প্রজা সাধারণ তার নেতৃত্ব মেনে নেবেন। রাজা প্রজা শাসন ও প্রজাপালন করবেন পরিবারের পিতার মত। এই আভিগামীক গুণ এর ষোলটি বৈশিষ্টের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। যেমন সম্পদে ও বিপদে ধৈর্য বজায় রাখা, কথায় ও কাজের সঙ্গতি,

সত্যবাদীতা, পরের উপকার মনে রাখা ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত রাজার প্রজ্ঞাগুণ বা ধীশক্তি থাকা উচিত। তৃতীয়ত উত্সাহগুণ ও ভয়হীনতা। অন্যায় সহ্য না করা, সকল কাজে তত্পরতা ও সকল কাজে নিপুনতা। চতুর্থত, আত্মসম্পদ গুণ যার মধ্যে আছে – বাগ্মিতা, আগামী বিষয়ে মনন, শত্রুর সাথে সন্ধি চুক্তি স্থাপনে দক্ষতা। কৃষি দ্রব্যের সঠিক ব্যবহার করা ইত্যাদি। কৌটিল্য এর মতে এই সব গুণের অধিকারী হতে যুবরাজ থাকাকালীন নিষ্ঠার সাথে অভ্যাস করা প্রয়োজন। রাজা যদি যথার্থ রাজগুণ সম্পন্ন হন রাজ্যের অন্য ছয়টি অঙ্গকে আপনভাবে প্রাভাবিত করে সুশাসন প্রবর্তিত করতে পারবেন।

২। **অমাত্য:** সাধারনত, অমাত্য বলতে মন্ত্রী বোঝালেও, সপ্তাঙ্গ তত্ত্বে অমাত্য কথাটির মাধ্যমে মন্ত্রী ছাড়াও কর্মসচিব ও উচু পর্যায়ের রাজ কর্মচারীদের বোঝানো হয়। মন্ত্রীর কাজ মন্ত্রণা করা, আলোচনা করা, পরামর্শ করা। রাজা নিজের রাজ্যের স্বার্থে মন্ত্রীদের নিয়োগ করবেন এবং তাদের বক্তব্য শুনবেন। মন্ত্রী -অমাত্যদের প্রধান কাজ হলো সমস্ত করণীয় কর্মের নীতি নির্ধারণ করা। মন্ত্রীরা মন্ত্রণা করে রাজাকে নীতিনির্ধারণে সাহায্য করেন। আর কর্ম সচিবগণ সেই নীতি এবং সিদ্ধান্ত কার্যে রূপায়িত করে। *দানি দানিল কর্মিয়ের* স্বরূপ বুঝে রাজা সব ধরনের ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কর্মসচিব নিযুক্ত করেন। তবে মন্ত্রী পদে নিয়োগের জন্য বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। মন্ত্রীদের ক্ষেত্রে মোট ২৫ টি গুণ থাকা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। মন্ত্রীদের স্বভাব *কমার শক্তি* এবং শুদ্ধতা পরীক্ষার কাজটি কৌটিল্য কিন্তু মন্ত্রী নিযুক্তির পরেও চালিয়ে যেতে বলেছেন। রাজার প্রতি মন্ত্রীদের আনুগত্য রাজ্য শাসন ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে তাদের যোগ্যতা এবং চারিত্রিক সুচিতা ইত্যাদি ব্যাপারে কৌটিল্য বিশেষভাবে যাচাই করার কথা বলেছেন।

৩। জনপদ: জনপদ রাষ্ট্রের তৃতীয় অঙ্গ। জনপদ শব্দটির মাধ্যমে কৌটিল্য আধুনিক রাষ্ট্রের উপাদান বা বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। প্রথমত নির্দিষ্ট ভূখন্ড অথবা টেরিটোরি এবং দ্বিতীয়তো জনসমষ্টি অথবা পপুলেশন। তবে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে জনপদ শব্দটির ব্যাবহারের অন্য একটি তাৎপর্য আছে। জনপদ ছাড়া জনগণের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। রাজার অর্থ সঞ্চয়, সৈন্যদল সংগ্রহ, রাজকর্মচারী সংগ্রহ সবকিছুই জনপদ থেকেই করা হয়। প্রজারা রাজ্য ত্যাগ করে অন্য রাজ্যে চলে না যায় তা নিশ্চিত করা রাজার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। জনপদ ধারণাটির মধ্যে যে ভূখণ্ড ও জনগোষ্ঠীর গুরুত্ব আছে সে কথা বোঝাতে কৌটিল্য জনপদের একটি রাজনৈতিক সংজ্ঞা দিয়েছেন। তার মতে জনপদের মানুষদের সামাজিক প্রকৃতি এমন হবে যে তারা ন্যায়-নীতি ও অন্যায়ের মধ্যে প্রভেদ কি তা জানেন, নিজের কাজটি ঠিকমতো করেন, রাজাকে মান্য করার মানসিকতা পোষণ করেন। আর ভূখণ্ডের কাঙ্খিত গুণ হিসেবে মন্তব্য করেছেন যে ভূখণ্ড হবে নির্মাণের যথাযোগ্য স্থানযুক্ত সেখানে কৃষিভূমি ও বনভূমি থাকবে, পথে পথে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে। জনপদে প্রয়োজনীয় সেচব্যবস্থা থাকা একান্ত জরুরি। পাশাপাশি তিনি জনপদে শিল্প ও খনিজ কাজের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন।

৪। দুর্গ - সপ্তাঙ্গএর চতুর্থ অঙ্গ হল দুর্গ। যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিচালনার কেন্দ্র নয় বরং দুর্গ শব্দটিকে নগর অর্থে গ্রহণ করাই ভালো। দুর্গগঠনের সঙ্গে নগর পরিকল্পনার একটি সম্পর্ক আছে । রাজার দিক থেকে দুর্গ নির্মাণের প্রথম প্রয়োজন সামগ্রিক অর্থে রাষ্ট্রের সুরক্ষা। কৌটিল্য বলেছেন রাজ্যের সীমানার চতুর্দিকে দুর্গ দ্বারা সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। দুর্গের গুরুত্ব একদিকে জনপদ ও অন্যদিকে কোষাগারের গুরুত্বর সঙ্গে সম্পর্কিত। তার মতে রাজকোষ এবং সৈন্য-সামন্ত শক্তি প্রধানত দুর্গের ওপরেই নির্ভর করে। সুরক্ষিত না থাকলে সৈন্য পরিচালনা এবং কোষাগার রক্ষা করা দুটি কাজই সুসম্পন্ন হবেনা। রাজ্যের রাজধানী নগর হিসেবে দেখেছেন। কৌটিল্য চার ধরনের কথা বলেছেন **১) জল দুর্গ, ২) গিরি দুর্গ, ৩) মরুভূমিতে দূর্গ এবং ৪) অরণ্য দুর্গ ।** রাজ্যের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি বুঝেই উপযুক্ত ধরনের দুর্গ নির্মাণ করা উচিত।

৫। কোষ : সপ্তাঙ্গের পঞ্চম অঙ্গ হলো রাজকোষ। রাজ্যের সমৃদ্ধি ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে রাজকোষের ওপর। কৌটিল্য রাজকোষ কে দন্ড বা রাজশক্তির সঙ্গে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবেই তুলনা করেছেন। রাজকোষ সুরক্ষিত ও সমৃদ্ধশালী না হলে রাজার রাজত্ব বিপদাপন্ন হবে। রাজার হাতে যথেষ্ট সম্পদ বা অর্থ না থাকলে, তার সেনাদলে ভাঙ্গন দেখা দিতে পারে। এবং সেনারাও অন্য রাজার হস্তগত হতে পারে। রাজকোষ সমৃদ্ধ না হলে রাজার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়না এবং ব্যর্থ হতে পারে। সুষ্ঠ ভাবে কর আদায়ের মাধ্যমে রাজকোষের বৃদ্ধি ঘটে।

৬। দন্ড: সপ্তাঙ্গের সূত্রে রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও পরিচালনার অনুক্রমে রাজা, অমাত্য, জনপদ, দুর্গ ও রাজকোষের পরেই আসছে দন্ড। রাষ্ট্রের সামগ্রিক ভাবনায় ও রাষ্ট্রের কর্তব্যের মধ্যে দুষ্টের দমনের সাথে শিষ্টের পালনও বোঝায়। সুতরাং দন্ড শব্দের সর্বাত্মক অর্থ ধরলেও দন্ড বলতে বোঝায় শাসন, শাস্তি ও বলপ্রয়োগ। অন্তরাষ্ট্রীয় বা পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে রাজার দন্ড প্রদানের দক্ষতা বল প্রয়োগে র ক্ষমতা প্রদর্শন করে। সেটাই হওয়া উচিত দন্ড শব্দের প্রকৃত অর্থ। কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্র তে দন্ড শব্দের অর্থ করেছেন বৈধ বলপ্রয়োগ ও দমননীতি। দন্ড সকলকে শাসন করে এবং দণ্ডই সকলকে রক্ষা করে। দণ্ডের অভাবে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও সার্বিক বিপর্যয় নেমে আসবে। রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিচারে সপ্তাঙ্গ তত্বের আলোচনায় দন্ড শব্দটি অনেকটাই সার্বভৌম তার সংজ্ঞা হিসেবে এসেছে। সেই ক্ষেত্রে দন্ড বোঝাতে সৈন্য সামন্ত, অস্ত্রবল যুদ্ধ নীতি ও যুদ্ধকৌশল বুঝতে হবে। তবে, দন্ড ব্যবহারে রাজার প্রজ্ঞাগুন ও ধর্ম বোধের পরিচয় আছে। সুতরাং কৌটিল্যর মতে রাষ্ট্রের উপাদানের বা প্রকৃতি হিসেবে দন্ড বলতে বৈধ দণ্ডই বুঝতে হবে।

৭। মিত্র - সপ্তাঙ্গ তত্বে রাষ্ট্রের সপ্তম ও শেষ উপাদান হলো মিত্র বা সুহৃদ। রাষ্টের এই অঙ্গের সাথেই জড়িয়ে আছে তার পররাষ্ট্রনীতি বা কূটনীতি। রাষ্ট্রের অন্যতম অঙ্গ দণ্ডের সার্থক পরিণতি ঘটে মিত্র লাভএ বা অমিত্র নাশের মধ্য দিয়েই। বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রতি কৌটিল্যর নীতিকূট সেখানে মানবিকতা, নৈতিকতা ও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হবে। একমাত্র মিত্রঅঙ্গের আলোচনা তে কৌটিল্যর সাথে ম্যকিয়াভেলির মিল রয়েছে। মিত্রতা বা বন্ধুত্বের ধারণাকে মূলত বৈদেশিক সম্পর্কের প্রেক্ষিতেই বুঝতে হবে। মূলত স্বার্থ অর্থাৎ

প্রয়োজনের কারণেই রাজা অন্য রাজার শত্রু বা মিত্রে পরিণত হন। রাজার শত্রুতা বা মিত্রতা নির্ভর করে তার শক্তি ও সামর্থের ওপর। কৌটিল্য মনে করেন রাজা যদি ভূমি লাভ বা রাজ্য লাভ করতে পারেন তবে সেই লাভই বন্ধু এবং ঐসয় ঐশর্য এনে দেয়।

কৌটিল্য অর্থ শাস্ত্রে রাষ্ট্রের যে সাতটি উপাদান বা অঙ্গের উল্যেখ করেছেন, সেগুলি পরস্পরের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। কৌটিল্যর এই আলোচনা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের গঠনকারী উপাদান নিয়ে আজ আমরা অনেক বেশী বাস্তবচিত ও উন্নত ভাবনা চিন্তা করি। কিন্তু আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগেও কৌটিল্য রাষ্ট্রের যে সমস্ত উপাদানের কথা বলে গেছেন তা আজও একই রকম ভাবে প্রাসঙ্গিক।

***